B. A. Hons 4th Sem - Paper-X (Hons) The Early phase of Indian Freedom movement; S. Biswas P-1

Q1. Discuss the ideological background of Extremiest movement .Or, What factor were resposible for the rise of extremism in Indian politics? (চরমপন্থী আন্দোলনের ভাবাদর্শগত পটভূমিকা আলোচনা কর।)

Ans:- উনিশ শতকের শেষের দিকে চরমপন্থী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিককালে কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর মতে, নরমপন্থীর হাত থেকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেওয়ার জন্য ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য চরমপন্থীরা উৎপাদনীয় বিভাগের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই মত সত্যের অপলাপ মাত্র। উনবিংশ শতকের দু-দশক ধরে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ শোনা যায়। এমনকি এই আন্দোলনের সময়ও কংগ্রেস ছিল এক বাৎসরিক আলোচনার সভামাত্র। ব্রিটিশ শাসনের শোষন ও সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের আর্বিভাব ঘটে। তৎকালীন চরমপন্থী গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের গন্তব্যে পৌছানোর পথ নিয়ে মতপার্থক্য না থাকলেও লক্ষ্য নিয়ে ছিল মৌলিক পার্থক্য।

ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী চরমপন্থীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীকে। একধরনের হীনমনস্কতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসের আশঙ্কায় তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত, ম্যাকলিন প্রভৃতি ঐতিহাসিক মনে করেন নরমপন্থীর ব্যর্থতাই চরমপন্থীর পথকে সুগম করে দিয়েছিল। নরমপন্থীরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি। সেই সময় কংগ্রেসের বাইরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোপ জনগনের মধ্যে পুঞ্জিভুত হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা ছিলেন উদাসীন। এছাড়া ভারতের বাইরে আন্দোলনগুলি যেমন গ্রীস, তুরস্ক, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইত্যাদি রাষ্ট্রের আন্দোলন তাদের উপর পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিল।

উপরোক্ত -কারনগুলি তাদের ওপর পরোক্ষ প্রভাব ফেললেও তারা দীর্ঘদিন ধরে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করেছিল। অমলেশ ত্রিপাঠী তাদের ভাবাদর্শের পরিমন্ডল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাজনৈতিক কর্মপন্থা নয়, আদর্শ ও প্রেরনার জন্য তারা নির্ভর করেছিলেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, নতুন প্রজন্মের আধ্যাত্মিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, এবং আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর উপর। সামাজিক পটভুমিকা ও রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তারা একমত ছিলেন যে, জাতীয় আন্দোলনকে সফল করতে গেলে তার স্বদেশী আদর্শের ভীতটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের " শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র " প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ওঠে আদর্শ পুরুষ। স্বরাজকে ধর্মরাজ্যের সঙ্গে অভিন্নজ্ঞান করে সন্ত্রাস বাদকে ধর্মযুদ্ধের সাথে এক করে তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া আনন্দমঠ তাদের উপর প্রগাঢ় প্রভাব ফেলেছিল। অরবিন্দের কাছে আনন্দমঠের কালীমুর্তি দীর্ঘদিনের নিপিড়িত ও শোষনের প্রতীক বলে মনে করা হয়েছে। তাই সন্তানদের উদ্দেশ্যে সত্যানন্দের আহ্বান ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রন উন্মাদনা জাগাইবার ভাবই তিনি শুনিয়েছিলেন। চরমপন্থী প্রেরনার তার একটি উৎস ছিল স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন অতীত ও বর্তমানকালের মধ্যে সেতুবন্ধন ও পুর্নবিন্যাসের দ্বারা সংরক্ষনের উদ্যোগের প্রানপুরুষ। তার প্রেরনা যুবসমাজকে শিখিয়েছিল মৃত্যু তুচ্ছ করতে ও আত্মবির্সজনের অঙ্গীকার করতে। তার বর্তমান ভারত রচনা জনগনের মধ্যে সারা ফেলে দিয়েছিল। দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কবি কল্পনায় হলেও বিবেকানন্দের রচনায় তা ছিল অবয়ত।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর দ্বারা চরমপন্থীরা অনুপ্রানিত হয়েছিলেন। তার কাছে সবকিছুর মুল আকর্ষন ছিল বেদ। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি সমালোচনা করেছেন। বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও দয়ানন্দ সরস্বতী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের রচনা তাদের প্রেরনা জাগিয়েছিল। তিনি নরমপন্থীদের আবেদন নিবেদন নীতিকে সমর্থন করেন নি। তার 'গোঁরা' উপন্যাস চরমপন্থীদের মধ্যে সারা জাগিয়েছিল।

অরবিন্দের মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগরিত হয়। তিনি তাঁর বন্দেমাতরম পত্রিকার মাধ্যমে তার আদর্শ জন সাধারনের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এছাড়াও বিপিন চন্দ্র পাল এদের আদর্শের দ্বারা উদ্ভুত হন। তার পত্রিকা জনসাধারনের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল, তার প্রতিভাময় বক্তৃতা গ্রামঅঞ্চলে নিরক্ষর জনসমাজকে প্রভাবিত করে। চরমপন্থীর আরেকজন নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত তার " ধর্মবান্ধবে " সমিতির কার্যকলাপের মাধ্যমে মাটির মানুষের কাছাকাছি চলে আসেন।

এই চরমপন্থী নেতারা আদর্শের জন্য নিকট অতীতের সরনাপন্ন হন। রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত প্রকাশিত হওয়ার দুদশকের মধ্যেই শিবাজীর স্মৃতিচারন অসুস্ফুট গুঞ্জনে পরিনত হয়। তাছাড়া গজাসুর হন্তা গনেশ লেচ্ছ শাসকের বিরুদ্ধে মুক্তিদাতার প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবে জনসাধারনের মধ্যে স্বদেশীকতার বোধকে জাগ্রত করার জন্য এরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাংলায় ইতিপুর্বে সরলাদেবী চৌধুরানী বিরাষ্ট্রমী ব্রত প্রথা চালু হয়েছিল।

এই জীবনী শক্তিগুলি চরমপন্থীদের মধ্যে থাকলেও তাদের অসন্তোষকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছিল কার্জনের নীতি। সেইসময় ব্রিটিশ শাসন ঘোর সংকটের মধ্যে পড়ে। সেই দুর্যোগের মেঘ কাটাতে কার্জন উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে। তিনি কংগ্রেসকে ধ্বংস করারও চেষ্টা করেন। সর্বপ্রথম কাজ হিসাবে তিনি স্বায়ত্ব শাসকের প্রতীক কলকাতায় পৌরসভায় গঠনতন্ত্রের উপর আঘাত আনেন। দ্বিতীয়ত- শিক্ষা সংস্কার করতে গিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসেন। তৃতীয়ত- সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে এবং সর্বশেষে তার বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার মধ্যে সব অসন্তোষ ঘনীভুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের আগেই সঞ্জীবনী পত্রিকা সর্বপ্রথম বয়কটের কথা বলেন। বয়কটই হয়ে ওঠে চরমপন্থীর স্বরাজলাভের অস্ত্র। অরবিন্দ ও তিলক মনে করতেন বয়কটের মাধ্যমে স্বরাজ লাভের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু নরমপন্থীরা বঙ্গভঙ্গের সমালোচনা করতেও বয়কটকে তারা সমর্থন করেনী।কারন ব্রিটিশ শাসন তাদের কাছে ছিল শৃঙ্খলার প্রতিক।নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মত

Scanned by CamScanner

পার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে সুরাট অধিবেশনের পর। এদের মতভেদ একথায় প্রমান করে যে স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। চরমপন্থীদের কার্যকলাপ সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। প্রথমত ঃ জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তারা ধর্মকে মুল ভিত্তি রূপে গড়ে তুলেছিল। ধর্ম নিঃসন্দেহে সাধারন মানুষকে আকর্ষন করার হাতিয়ার। কিন্তু প্রাচীন ভারতের গৌরব তাদের কাছে ছিল মুল বিষয় মধ্যযুগে সম্বার্ধে তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। হিন্দু উৎসব যেমন শিবাজী উৎসব, গোহত্যা নিষেধ, বিরাষ্ট্রধর্মী ব্রত অনুষ্ঠান ইত্যাদি মুসুলমানদের দুরে সরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঃ তারা জনসাধারনকে কাছে টানতে পারেনি। তাদের আন্দোলনে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেনী অংশ নিয়েছিল। নিম্মবিত্ত শ্রেনীর মধ্যে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেও তাদের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারে নি।তৃতীয়ত ঃ তাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ আন্দোলনকে দুর্বল করেছিল। এই আন্দোলনে তিনটি প্রধান ঘাঁটি বাংলা,পাঞ্জাব,মহারাষ্ট্রের মধ্যে কোন বোঝাপড়া ছিল না।

চরমপন্থী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এই আন্দোলনের ব্যর্থতাই ভবিষ্যতে সফলতার পথ দেখিয়েছিল। এই আন্দোলই মানুষকে সর্বত্যাগি আন্দোলন করতে শিখি য়েছিল এবং প্রথম নরমপন্থীর দুর্বলত াকে সবার সামনে তুলে ধরতে পেরেছিল। নরমপন্থীর ব্যর্থতা যেমন চরমপন্থী আন্দোলনে উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তেমনিই চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে নতুন রাজনৈতিক পন্থার আবিস্কার হয়েছিল।

Scanned by CamScanner